দৈনিক জনকণ্ঠ

৬।৯।২০০১

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ... ১ ......

দৃষ্টি আকর্ষণ

বিগত ৯ জুলাই তারিখে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। উক্ত পদে হাজার হাজার প্রার্থী মাস্টার্স "অবতীর্ণ" সনদ দিয়ে আবেদন করে। তাদের মধ্যে আমিও একজন প্রার্থী। আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ০১-০৮-২০০১। কিন্তু আমাদের (মাস্টার্স ১৯৯৭ পরীক্ষার্থী) ফল প্রকাশিত ২৭-০৭-২০০১ তারিখে হলেও আমরা জানতে পারি ০৩-০৮-২০০১ তারিখে। ফলে আবেদনপত্রের সাথে সামযিক সনদপত্র দেয়া সম্ভব হয়নি।

(১১- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

দৃষ্টি আকর্ষণ

(প্রথম পাতার পর)

আমি ০৬-০৮-২০০১ তারিখে সাময়িক সনদের ফটো (সত্যায়িত) কপি নিয়ে সহকারী পরিচালকের নিকট যাই। তিনি আমাকে পরিচালক সাহেবের নিকট পাঠান। আমি ১৩-০৮-২০০১ তারিখে পরিচালক মহোদয়ের নিকট যাই। সকালে গিয়ে ৪ ঘণ্টা অপেক্ষার পর তাঁর সাক্ষাত না পাওয়ায় তাঁর পিয়ন আমাকে পরের দিন বিকালে আসতে বলেন। আমি তার পরের দিন ১৪-০৪-২০০১ তারিখ সকাল ১০ ঘটিকা হতে বিকাল ৩-৩০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর মহোদয়া নাছিমা হায়দারের নিকট সব খুলে বলি। তিনি আমাকে মহাপরিচালকের নিকট যেতে বলেন। আমি মহাপরিচালকের সাক্ষাতে ব্যর্থ হই।

যাই হোক, বিসিএসের মতো ১ম শ্রেণীর চাকরিতে অবতীর্ণ সনদ দিয়ে আবেদন করার সুযোগ দেয়। তাই এক্ষেত্রেও আমাদের সুযোগ দেয়া উচিত। অন্যদিকে একটি সুযোগ হারানো মানে জীবন হতে একটি বছর বা চাকরির একটি ক্ষেত্র হতে আজীবনের মতো বঞ্চিত হওয়া। তাই মহোদয়বৃন্দের নিকট আকুল প্রার্থনা, আমাদের মতো হাজার হাজার বেকার যুবকের প্রতি কঠোর না হয়ে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে. আমাদের আবেনদপত্র বাতিল না করে ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। –ইদ্রিস আলী মোল্লা, নগরকান্দা, ফরিদপুর।